you^2

ইউ স্কয়ার

অ্যা হাই-ভেলোসিটি ফর্মুলা ফর
মাল্টিপ্লাইং ইয়োর পার্সোনাল ইফেকটিভনেস
ইন কোয়ান্টাম লিপস

প্রাইস প্রিচেট

ওয়াহিদ তুষার
অনূদিত

প্রকাশকের কথা

আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এমন কিছু সুযোগ থাকে, যা আমরা সঠিকভাবে কাজে লাগালে জীবনের গতিপথ বদলে দিতে পারি। সেই সুযোগগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল। প্রাইস প্রিচেট-এর বিখ্যাত বই *'ইউ স্কয়ার'* ঠিক সেই জায়গাতেই আপনাকে পথ দেখাবে।

এই বইয়ে প্রিচেট অত্যন্ত সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতিতে আমাদের শেখান, কীভাবে প্রচলিত সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করে অসাধারণ ফলাফল অর্জন করা যায়। এই বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পাঠককে নতুনভাবে ভাবতে, বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সাহসী পদক্ষেপ নিতে অনুপ্রাণিত করবে।

আমি গর্বিত যে *ইউ স্কয়ার*-এর বাংলা সংস্করণটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারছি। বইটি শুধু একটি অনুবাদ নয়, এটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এমন একটি উপহার, যা তাদের

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রেরণা যোগাবে।

এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমার মেন্টর কোচ কাঞ্চনের প্রতি কৃতজ্ঞ। এমন অতীব জরুরী একটি বইয়ের সন্ধান উনিই আমাকে দিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করি, প্রাইস প্রিচেট-এর ভাবনা ও নির্দেশনা আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে দারুণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আমাদের সকলের জীবনে এই বইটি আলো ছড়াক এবং আমাদের স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করুক— এটাই আমার প্রত্যাশা।

ওয়াহিদ তুষার
প্রকাশক

সূচিপত্র

দ্য পাওয়ার অব “ইউ স্কয়ার” ৯
একটি বাস্তব ঘটনা ১১
প্রতিশ্রুতি ১৪
কোয়ান্টাম লিপস ১৭
you^2 ..... ২০
তোমার সাফল্যের নিয়ম বদলাও ২৪
আরো চেষ্টা করা বন্ধ করো ২৭
প্রচলিত পথ ভুলে যাও ৩০
সাধারণের বাইরে ভাবো ৩৪
সন্দেহ সরাও, সাহস নিয়ে এগিয়ে যাও..... ৩৮
লক্ষ্যে মন দাও, পথ নিয়ে চিন্তা করো না..... ৪১
অদৃশ্য শক্তির ওপর ভরসা করো ৪৬
একটি নতুন ঝুঁকি নাও ৫০
তোমার স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাও ৫৪
ব্যর্থতাকে গ্রহণ করো ৫৮
অস্বস্তির সীমানা পেরিয়ে যাও ৬৩
তোমার উপহারগুলো খুলে দেখো..... ৬৭
প্রেমে পড়ে যাও ৭১
প্রস্তুতির অপেক্ষায় থেকো না, শুরু করো ৭৫
নিজের ভেতরে সম্ভাবনা খুঁজে নাও..... ৭৮

দ্য পাওয়ার অব "ইউ স্কয়ার"

ব্রেকথ্রো পারফরম্যান্স-এর জন্য প্রয়োজন কোয়ান্টাম লীপ স্ট্র্যাটিজি। "ইউ স্কয়ার" হয়ে ওঠা মানে হলো, স্বল্প সময়ে, সামান্য পরিশ্রমে অসাধারণ কিছু অর্জন করা। প্রাইস প্রিটচেট তাঁর **you²** গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন এমন কিছু অনন্য ও প্রাণবন্ত কৌশল, যা সাধারণ অর্জনের সীমা ছাড়িয়ে এক অসাধারণ সাফল্যের দুয়ার খুলে দেয়।

কীভাবে এই রূপান্তর ঘটানো সম্ভব?

- **অতিরিক্ত পরিশ্রমের মোহ ছেড়ে দাও।**
  মনে রেখো, স্রেফ কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের গ্যারান্টি নয়।

- **সাধারণ যুক্তির সীমানার বাইরে ভাবতে শেখো।**
  সবকিছু প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় থেকো না; প্রস্তুতির আগেই নিজের পদক্ষেপ নাও।

- **নিজের অন্তরের গভীরে তাকাও।**
  সাফল্যের সম্ভাবনা বাইরের জগতে নয়, নিজের অন্তরেই খুঁজে পাও।

"ইউ স্কয়ার"-এর এই ব্যতিক্রমী পথ অনুসরণ করে কল্পনার সীমারেখাগুলোকে অতিক্রম করো এবং নিজস্ব সামর্থ্যের পূর্ণতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাও।

একটি বাস্তব ঘটনা

আমি বসে আছি মিলক্রফট ইন-এর নির্জন এক কক্ষে। পাইন গাছের নীচে লুকিয়ে থাকা ছোট্ট শান্তিপূর্ণ এই জায়গাটি টরন্টো থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ। সময়টা দুপুর পার করেছে, জুলাই মাসের শেষ। আমার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে শোনা যাচ্ছে এক জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামের করুণ শব্দ।

একটি ক্ষুদ্র মাছি, জানালার কাচ ভেদ করে বাইরে যাওয়ার বৃথা প্রচেষ্টায় নিজের সামান্য জীবনশক্তি নিঃশেষ করে ফেলছে। তার ডানার অবিরত গোঁগোঁ শব্দ যেন তার একমাত্র কৌশলকে জানিয়ে দিচ্ছে— **"আরো চেষ্টা করো, আরো জোরে।"** কিন্তু, সেটি কোন ফল বয়ে আনছে না। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা তাকে মুক্তির কোনো সম্ভাবনাই দিচ্ছে না। বরং এই সংগ্রামই তাকে ফাঁদে বন্দি করেছে।

কাচের জানালা ভেদ করার মতো ক্ষমতা তার নেই। তবু, এই ছোট্ট প্রাণীটি তার সব শক্তি নিঃশেষ করে, জীবন বাজি রেখে চেষ্টা করছে।

এর পরিণতি নির্ধারিত—মাছিটি জানালার সিলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

আর কক্ষের অপর প্রান্তে, মাত্র দশ পা দূরে, দরজাটি খোলা। মাছিটি যদি মাত্র দশ সেকেন্ড উড়ে যায়, তবে সেটি সেই মুক্ত আকাশে পৌঁছে যেতে পারত, যেখানকার জন্য এত আকুলতা। সে পরিমাণ শক্তি, যা সে কাচ ভেদ করতে অপচয় করছে, তার একটি ক্ষুদ্র অংশই তাকে এই ফাঁদ থেকে মুক্ত করতে পারত। মুক্তির সম্ভাবনা তার সামনেই ছিল—এতটা সহজ, এতটা স্পষ্ট।

কিন্তু কেন মাছিটি অন্য কোনো পথ বেছে নিচ্ছে না? কেন সে কোনো নতুন কৌশল ভাবছে না? কীভাবে এমন এক ভুল ধারণায় আটকে পড়ল, যে এই বিশেষ পথ আর নিরন্তর প্রচেষ্টাই তার সফলতার চাবিকাঠি?

অতিমাত্রায় যুক্তি ও সংকল্পের এমন শৃঙ্খলেই হয়তো মাছিটি বাঁধা। দুঃখজনকভাবে, এই ভুল ভাবনাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"আরো চেষ্টা করো"—এটি সবসময় সফলতার পথ হতে পারে না। অনেক সময় এটি ব্যর্থতার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আপনার আশা যদি কঠোর পরিশ্রমে বাঁধা থাকে, তবে তা আপনার সফলতার সম্ভাবনাকে শেষ করে দিতে পারে।

– প্রাইস প্রিটচেট

প্রতিশ্রুতি

তুমি কি প্রস্তুত?

এই মুহূর্তে, ঠিক এখন, তোমার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক অসীম সম্ভাবনা। তুমি তোমার পারফরম্যান্সে এমন উন্নতি করতে পার, যা কল্পনাতীত। তোমার দক্ষতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারো, ভেঙে ফেলতে পারো নিজের পুরোনো সাফল্যের সীমারেখা। তুমি হয়ে উঠতে পারো **ইউ স্কয়ার**।

তোমাকে বর্তমান অবস্থায় থেমে থাকতে হবে না। যা কিছু আজকের বাস্তবতা, তা বদলাতে পারে—নাটকীয়ভাবে। যদি তুমি সত্যিই প্রস্তুত থাকো, জীবন তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এক অভূতপূর্ব সাফল্যের দুয়ার খুলতে। তুমি পৌঁছাতে পারো এমন এক উচ্চতায়, যা হয়তো স্বপ্নে ভেবেছ, তুমি পেতে পারো এমন

সাফল্যের স্বাদ, যা সম্পূর্ণ নতুন এক দিগন্তে নিয়ে যাবে তোমাকে।

তোমার পথ শুধুই ছোটখাটো উন্নতিতে সীমাবদ্ধ নয়। তোমার সাফল্য যেমন অসীম হতে পারে, তেমনি তার গতি হতে পারে চমকপ্রদ। **ইউ স্কয়ার**-এর পথ দেখিয়ে দেয়, কীভাবে আগের তুলনায় অনেক কম পরিশ্রমে তুমি এমন কিছু অর্জন করতে পার, যা একসময় অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আজ পর্যন্ত তুমি তোমার প্রকৃত শক্তিকে ছুঁয়ে দেখোওনি। তুমি এখনো সেই সামর্থ্যের কণামাত্র কাজে লাগাওনি, যা তোমার ভেতরে লুকিয়ে আছে। সাফল্য যেভাবেই মাপো, তোমার অর্জনের সীমা এখনো তার প্রকৃত গভীরতায় পৌঁছায়নি।

কিন্তু হয়তো সময় এসেছে সবকিছু বদলে দেওয়ার। হয়তো আজই সেই দিন, যখন তুমি প্রস্তুত... একটি **কোয়ান্টাম লিপ** নেওয়ার জন্য।

তোমার উন্নতি ধীরে ধীরে হবে—

এমন নিয়তির শৃঙ্খলে নিজেকে বাঁধবে কেন?

ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাও, সাফল্য তোমার অপেক্ষায়।

কোয়ান্টাম লিপস

কোয়ান্টাম লিপ। কথাটা শুনতে কেমন জানি রহস্যময়, তাই না? না, এটা কোনো ম্যাজিক বা জাদুর কথা না। এটা বিজ্ঞানের কথা। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান। এমন এক বিজ্ঞান, যা দিয়ে লেজার বানানো হয়েছে, টেলিভিশন এসেছে, কম্পিউটার হয়েছে। এমনকি মহাকাশে আমরা কথা বলতে পারি বা পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে পারি—এসবের পেছনেও এই বিজ্ঞান।

এই কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানই বলছে, সময় আর স্থান নিয়ে আমাদের ভাবনাগুলো পুরোনো হয়ে গেছে। আমাদের ভাবনার ধরনটাই পাল্টাতে হবে। এমনকি, এই বিজ্ঞান আমাদের নিজের ক্ষমতা আর মনের শক্তি নিয়েও নতুন কিছু বলছে। ভাবো তো, কত কিছুই না পারি আমরা, অথচ আমাদের ধারণাই নেই।

ফ্রেড অ্যালান উলফ নামে এক বিজ্ঞানী একটা বই লিখেছেন, নাম **"টেকিং দ্য কোয়ান্টাম লিপ"**। তিনি বলেছেন, "কোয়ান্টাম লিপ মানে হলো একটা এক্সপ্লোসিভ জাম্প। মানে একটা পদার্থের হঠাৎ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া। কোনো রাস্তা মাড়ায় না, কোনো নিয়ম মেনে চলারও দরকার পড়ে না। রূপক অর্থে, কোয়ান্টাম লিপ হলো ঝুঁকি নেওয়া, একেবারে নতুন কোনো অজানা পথে পা বাড়ানো।"

কথাটা সুন্দর। ভাবো তো, একটা কণা কোনো ক্লান্তি ছাড়াই হুট করে লাফ দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায়। কিন্তু আমাদের জীবনেও কি এমনটা সম্ভব? আমরা কি কোনো নিয়মে বাঁধা না পড়ে, একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করে, আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি? যদি পারি, তাহলে সেটাই হবে তোমার জীবনের কোয়ান্টাম লিপ।

ভাবতে ভালোই লাগে, তাই না?

সহজভাবে বলি—

মানুষ হিসেবে তোমার মহাবিশ্ব নিয়ে ভাবনার রং বদলাতে হবে। জানতে হবে, তুমি কেবল এ জগতের দর্শক নও, তুমি এ মহাবিশ্বেরই এক অংশ।

তোমার স্থান ঠিক কোথায়, সে উত্তর খুঁজতে হবে নতুন আলোয়।